

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
BUKHARI SHARIF (4TH VOLUME)
BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : www.banglainternet.com

PART : INTRODUCTION

বুখারী শরীফ

চতুর্থ খণ্ড

আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত



bangladeshislamicfoundation.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (চতুর্থ খণ্ড)

আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৯১

ইফাবা প্রকাশনা : ১৬৯০/২

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭-১২৪১

ISBN : 984-06-0471-6

প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৯১

তৃতীয় সংস্করণ

মার্চ ২০০৩

ফাল্গুন ১৪০৯

মহররম ১৪২৪

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ

সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ মুনসুরউদ্দৌলাহ পাহলোয়ান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (4TH PART) (Compilation of Hadith Sharif) : by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi (R) in Arabic, edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

March 2003

Price : Tk 150.00 ; US Dollar : 5.00

সম্পাদনা পরিষদ

প্রথম সংস্করণ

১.	মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩.	মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ	"
৪.	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুস সালাম	"
৫.	ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	"
৬.	মাওলানা রুহুল আমিন খান	"
৭.	মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	"
৮.	অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম	সদস্য সচিব

সম্পাদনা পরিষদ

দ্বিতীয় সংস্করণ

১.	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
২.	মাওলানা মুহম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	সদস্য
৩.	মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	"
৪.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	"
৫.	মাওলানা ইমদাদুল হক	"
৬.	মাওলানা আবদুল মান্নান	"
৭.	এ. কে. এম. রিজাউল হক	সদস্য সচিব

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে — ‘আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যাযিহি।’ হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম ‘আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই ‘জামে সহীহ’ সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিশ্বয়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাত্ত্বিত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যিক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

banglainternet.com

সৈয়দ আশরাফ আলী

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সহলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাজ্ঞ ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ্ জানা ও মানার তাওফিক দিন।
আমীন॥

banglainternet.com

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনুদিত বুখারী শরীফের প্রথম সংস্করণে বিভিন্ন কারণে কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়ায় ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি তা সংশোধন ও সম্পাদন করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। সর্বাত্মক সাফল্য লাভ করতে পেরেছি কিনা সুধী পাঠক তা বিচার করে দেখবেন। বড় ধরনের কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে বাধিত হবো।

অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে আন্তরিকভাবে নির্ভুল ও নিখুঁত করার আগ্রহের অভাব মোটেই ছিল না।

পাঠকবৃন্দের কাছে গ্রন্থখানি সাদরে গৃহীত হলে আমরা সুখী হবো। মহান আল্লাহ্ সকল পাঠক, প্রকাশক ও এ সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িত সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে পরম সাফল্য দান করুন। আমাদের এ সাধনা মহান আল্লাহ্র নিকট মকবুল হোক, এ আমাদের করিয়াদ।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ৪: ক্রয়-বিক্রয়	
আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ আল্লাহ্ বেচা-কেনাকে বৈধ এবং সূদকে অবৈধ করেছেন	৩
আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, (ইরশাদ করেছেন) সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে.....।	৩
হালাল সুম্পষ্ট, হারামও সুম্পষ্ট উভয়ের মাঝে অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে	৬
সন্দেহজনক কাজের ব্যাখ্যা	৭
সন্দেহযুক্ত থেকে বাঁচা	৯
ওয়াসওয়াসা ইত্যাদিকে যে সন্দেহ বলে গণ্য করে না	৯
আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক তখন তারা সে দিকে ছুটে গেল	১০
যে ব্যক্তি কোথা থেকে সম্পদ উপার্জন করল তার পরোয়া করে না	১০
কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা	১১
ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বের হওয়া	১২
সম্মুখে/নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা	১৩
আল্লাহ্র বাণীঃ যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক তখন তারা আপনাকে দাঁড়ান	
অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে গেল	১৩
মহান আল্লাহ্র বাণীঃ তোমরা যা উপার্জন কর তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর	১৪
যে ব্যক্তি জীবিকায় বৃদ্ধি কামনা করে	১৫
নবী (সা.) কর্তৃক বাকীতে খরিদ করা	১৫
লোকের উপার্জন এবং নিজ হাতে কাজ করা	১৬
ক্রয়-বিক্রয়ে নম্রতা ও সদ্যবহার	১৮
সচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেওয়া	১৮
অভাবগ্রস্তকে অবকাশ প্রদান করা	১৯
ক্রেতা-বিক্রেতা কর্তৃক কোন কিছু গোপন না করে পণ্যের পূর্ণ অবস্থা বর্ণনা	
করা এবং একে অন্যের কল্যাণ কামনা করা।	২০
মিশ্রিত খেজুর বিক্রি করা	২০
গোশ্বত বিক্রেতা ও কসাই প্রসংগে	২১
মিথ্যাভাষা ও দোষ গোপন করায় ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নষ্ট হওয়া	২১
আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না	২২
সূদ গ্রহণকারী, তার সাক্ষী ও লেখক	২২
সূদদাতা	২৩
আল্লাহ্ সূদকে নিষিদ্ধ করেন এবং দান বর্ধিত করেন	২৪
ক্রয়-বিক্রয়ে কসম খাওয়া নিষিদ্ধ	২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বর্ণকার প্রসংগে	২৫
তীরের ফলক প্রস্তুতকারী ও কর্মকার প্রসংগে	২৬
দরজী প্রসংগে	২৬
তাঁতী প্রসংগে	২৭
সূত্রধর প্রসংগে	২৮
ইমাম কর্তৃক নিজেই প্রয়োজনীয় বস্তু খরিদ করা	২৯
জলু ও গাধা খরিদ করা	২৯
জাহিলী যুগে যে সকল বাজার ছিল এরপর ইসলামী যুগে সেগুলোতে লোকদের বেচাকেনা করা	৩১
অতি পিপাসাকাতর অথবা চর্মরোগে আক্রান্ত উট ক্রয় করা	৩২
ফিতনার সময় বা অন্য সময়ে অস্ত্র বিক্রয় করা	৩২
আতর বিক্রেতা ও মিস্ক বিক্রি করা	৩৩
শিংগা লাগানো প্রসংগে	৩৩
পুরুষ এবং মহিলার জন্য যা পরিধান করা নিষিদ্ধ তার ব্যবসা করা	৩৪
পণ্যের মালিক মূল্য বলার অধিক হকদার	৩৫
(ক্রেতা-বিক্রেতার) খিয়ার কতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে	৩৫
খিয়ারের সময়-সীমা নির্ধারণ না করলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি?	৩৬
ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে	৩৭
ক্রয়-বিক্রয় শেষে একে অপরকে ইখতিয়ার প্রদান করলে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে	৩৭
বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি?	৩৮
পণ্য খরিদ করে উভয়ের বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে সে মুহূর্তেই দান করে দিল	৩৯
ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা করা দোষনীয়	৪০
বাজার সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে	৪০
বাজারে চীৎকার করা অপসন্দনীয়	৪৩
মেপে দেওয়ার দায়িত্ব বিক্রেতা ও দাতার উপর	৪৪
মেপে দেওয়া মুস্তাহাব	৪৫
নবী (সা.) -এর সা' ও মুদ এর বরকত	৪৬
খাদ্য বিক্রয় ও মজুতদারী সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়	৪৬
অধিকারে আনার পূর্বে খাদ্য বিক্রি করা এবং যে পণ্য নিজের নিকট নেই তা বিক্রি করা	৪৮
অনুমাণে পরিমাণ ঠিক করে খাদ্য দ্রব্য খরিদ	৪৯
যদি কোন ব্যক্তি দ্রব্য সামগ্রী বা জানোয়ার খরিদ করে হস্তগত করার পূর্বে তা	
বিক্রেতার নিকট রেখে দেয়	৪৯
কেউ যেন তার জিহ্বের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে	৫০
নিলামের মাধ্যমে বিক্রি	৫১
প্রতারণামূলক দালালী এবং এরূপ ক্রয়-বিক্রয় না জায়িজ নয় বলে যিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন	৫১
প্রতারণামূলক বিক্রি এবং গর্ভস্থিত বাচ্চা গর্ভ থেকে খালাস হওয়ার পর তা গর্ভবতী হয়ে বাচ্চা	
প্রসব করা পর্যন্ত মেয়াদে বিক্রি	৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্পর্শের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়	৫২
পারস্পরিক নিষ্ক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা	৫৩
বিক্রেতার প্রতি নিষেধ যে, উটনী, গাজী ও বকরী এবং প্রত্যেক দুগ্ধবর্তী জন্তুর দুধ সে যেন জমা করে না রাখে	৫৩
দুধ আটকিয়ে রাখা পশুর ক্রেতা ইচ্ছা করলে তা ফেরত দিতে পারে	৫৫
ব্যক্তিচারী গোলামের বিক্রয়	৫৫
মহিলার সাথে ক্রয়-বিক্রয়	৫৬
পারিশ্রমিক ছাড়া শহরবাসী কি গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় করতে পারে	৫৭
পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রয় করা যারা নিষিদ্ধ মনে করেন	৫৮
দালালীর মাধ্যমে শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে	৫৮
(শহরে প্রবেশের পূর্বে কমমূল্যে খরিসের আশায়) বণিক দলের সাথে সাক্ষাৎ করা নিষেধ	৫৯
(বণিক দলের সাথে) সাক্ষাতের সীমা	৬০
ক্রয়-বিক্রয়ে এমন শর্ত করা যা অবৈধ	৬১
খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি	৬২
কিসমিসের বিনিময়ে কিসমিস ও খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা	৬৩
যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করা	৬৩
স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা	৬৪
রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয়	৬৪
দীনারের বিনিময়ে দীনার বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করা	৬৫
বাকীতে স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়	৬৬
নগদ-নগদ রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয়	৬৭
মুযাবানা ক্রয়-বিক্রয়	৬৭
স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে গাছের মাথার ফল বিক্রি করা	৬৮
আরিয়্যা এর ব্যাখ্যা	৭০
ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তা বিক্রয় করা	৭১
খেজুর উপযোগী হওয়ার পূর্বে তা বিক্রয় করা	৭২
ফলের উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে বিক্রি করার পরে যদি তাতে মড়ক দেখা দেয় তবে তা বিক্রোতার হবে	৭৩
নির্ধারিত মেয়াদে বাকীতে খাদ্য ক্রয় করা	৭৪
উৎকৃষ্ট খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করতে চাইলে	৭৪
তাবীরকৃত খেজুর গাছ অথবা ফসলকৃত জমি বিক্রয় করলে বা ভাড়ায় নিলে	৭৫
মাপে খাদ্যের বদলে ফসল বিক্রি করা	৭৫
মূল খেজুর গাছ বিক্রি করা	৭৬
কাঁচা ফল ও শস্য বিক্রি করা	৭৬
খেজুরের মাথি বিক্রয় করা এবং খাওয়া	৭৭
ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, মাপ ও ওয়ন ইত্যাদির ব্যাপারে বিভিন্ন শহরে প্রচলিত রিওয়াজ ও নিয়ম গ্রহণীয়	৭৭

[বারো]

বিষয়	পৃষ্ঠা
এক শরীক অপর শরীক থেকে ক্রয় করা	৭৯
এজমাদী সম্পত্তি, বাড়িঘর ও আসবাবপত্রের বিক্রয়	৭৯
বিনা অনুমতিতে অন্যের জন্য কিছু খরিদ করার পরে সে রাযী হলে	৮০
মুশরিক ও শরেকপক্ষের সাথে বেচা-কেনা	৮১
শরেকপক্ষ থেকে গোলাম খরিদ করা, হেবা করা এবং আবাদ করা	৮২
পাকা করার পূর্বে মৃত জন্তুর চামড়ার ব্যবহার	৮৫
শূকর হত্যা করা	৮৫
মৃত জন্তুর চর্বি গলানো বৈধ নয় এবং তার তেল বিক্রি করাও বৈধ নয়	৮৬
প্রাণী ব্যতীত অন্য বস্তুর ছবি বিক্রয় এবং এ সম্পর্কে যা নিষিদ্ধ	৮৬
শরাবের ব্যবসা হারাম	৮৭
আযাদ মানুষ বিক্রোতার পাপ	৮৮
গোলামের বিনিময়ে গোলাম এবং জানোয়ারের বিনিময়ে জানোয়ার বাকীতে বিক্রয়	৮৯
গোলাম বিক্রয় করা	৮৯
মুদাব্বার গোলাম বিক্রয় করা	৯০
ইস্‌তিবরা অর্থাৎ জরায়ু গর্ভমুক্ত কি-না তা জানার পূর্বে বাঁদীকে নিয়ে সফর করা	৯১
মৃত জন্তু ও মূর্তি বিক্রয়	৯২
কুকুরের মূল্য	৯৩

অধ্যায় : সলম

নির্দিষ্ট পরিমাণে সলম করা	৯৭
নির্দিষ্ট ওযনে সলম করা	৯৭
যার কাছে মূল বস্তু সেই তার সঙ্গে সলম করা	৯৯
খেজুরে সলম করা	১০০
সলম ক্রয়-বিক্রয়ে যামিন নিযুক্ত করা	১০১
সলম ক্রয়-বিক্রয়ে বন্ধক রাখা	১০১
নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম (পক্ষতিতে) ক্রয়-বিক্রয়	১০২
উটনী বাচ্চা প্রসবের মেয়াদে সলম করা	১০৩

অধ্যায় : শুফআ

ভাগ-বাটোয়ারা হয়নি এমন যমীনে শুফআ এর অধিকার	১০৭
বিক্রয়ের পূর্বে শুফআ এর অধিকারীর নিকট (বিক্রয়ের) প্রস্তাব করা	১০৭
কোন প্রতিবেশী অধিকারীর নিকট	১০৮

অধ্যায় : ইজারা

সং ব্যক্তিকে শ্রমিক নিয়োগ করা	১১১
কয়েক কীরাতের বিনিময়ে বকরী চরানো	১১২

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রয়োজনে অথবা কোন মুসলমান পাওয়া না গেলে মুশরিকদেরকে মজদুর নিয়োগ করা	১১২
নির্দিষ্ট মেয়াদে শ্রমিক নিয়োগ জায়য	১১৩
যুদ্ধে শ্রমিক নিয়োগ	১১৩
যদি কোন ব্যক্তি মজদুর নিয়োগ করে সময়সীমা উল্লেখ করল কিন্তু কাজের উল্লেখ করল না	১১৪
পতনোন্মুখ কোন দেয়াল খাঁড়া করে দেওয়ার জন্য মজদুর নিয়োগ করা বৈধ	১১৫
দুপুর পর্যন্ত সময়ের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা	১১৫
আসরের সালাত পর্যন্ত মজদুর নিয়োগ করা	১১৬
মজদুরকে পারিশ্রমিক প্রদান না করার গুনাহ	১১৭
আসর থেকে রাত পর্যন্ত মজদুর নিয়োগ করা	১১৭
কোন লোককে মজদুর নিয়োগ করার পর সে মজুরী না নিলে	১১৮
নিজেকে পিঠে বোঝা বহনের কাজে নিয়োজিত করে প্রাপ্ত মজুরী থেকে সাদকা করা এবং	
বোঝা বহনকারীর মজুরী	১২০
দালালীর মজুরী	১২১
কোন (মুসলিম) ব্যক্তি নিজেকে দারুণ হারবের কোন মুশরিকের মজদুরী বানাতে পারবে কি?	১২১
আরব কবীলায় সুরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়-ফুক করার বিনিময়ে কিছু দেওয়া হলে	১২২
গোলামের উপর মাসুল নির্ধারণ দাসীর মাসুলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা	১২৪
শিংগা প্রয়োগকারীর উপার্জন	১২৪
গোলামের মালিকের নিকট মাসুল কমিয়ে দেয়ার সুপারিশ	১২৫
পতিতা ও দাসীর উপার্জন	১২৫
পশুকে পাল দেওয়া	১২৬
যদি কেউ জমি ইজারা নেয় এবং তাদের দু'জনের কেউ মারা যায়	১২৬

অধ্যায় ৪ হাওয়াল্লা

হাওয়াল্লা করা, হাওয়াল্লা করার পর পুনরায় হাওয়াল্লাকারীর নিকট দাবী করা যায় কি?	১৩১
যখন (ঋণ) কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়াল্লা করা হয়, তখন (তা মেনে নেওয়ার পর) তার পক্ষে প্রত্যাখ্যান করার ইখতিয়ার নেই	১৩২
মৃত ব্যক্তির ঋণ কোন জীবিত ব্যক্তির হাওয়াল্লা করা হলে তা জায়য	১৩২

অধ্যায় ৪ যামিন হওয়া

ঋণ ও দেনার ব্যাপারে দেহ এবং অন্য কিছুর যামিন হওয়া	১৩৮
আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ যাদের সঙ্গে তোমরা অংশীকারবদ্ধ তাদের অংশ দিয়ে দিবে	১৩৯
যদি কোন ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির ঋণের ফায়দা গ্রহণ করে তবে তার এ দায়িত্ব প্রত্যাহারে ইখতিয়া নেই	১৪০
নবী (সা.)-এর যুগে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কর্তৃক (মুশরিকদের) নিরাপত্তা দান ও তার চুক্তি সম্পাদন	১৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ৪ : ওয়াকীলাত	
বণ্টন ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক শরীক অন্য শরীকের ওয়াকীল হওয়া	১৪৯
দারুল হারব বা দারুল ইসলামে কোন মুসলিম কর্তৃক দারুল হারবে বসবাসকারী অমুসলিমকে ওয়াকীল বানানো বৈধ	১৫০
সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয়ে ও ওয়ানে বিক্রয়যোগ্য বস্তু সমূহের ওয়াকীল নিয়োগ যখন রাখাল অথবা ওয়াকীল দেখে যে, কোন বকরী মারা যাচ্ছে অথবা কোন জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন সে তা যবেহ করে দিবে এবং যে জিনিসটা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, সে জিনিসটাকে ঠিক করে দেব।	১৫২
উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ওয়াকীল নিয়োগ করা জাযিয়	১৫২
ঋণ পরিশোধ করার জন্য ওয়াকীল নিয়োগ	১৫৩
কোন ওয়াকীলকে অথবা কোন সম্প্রদায়ের সুপারিশকারীকে কোন বস্তু হিবা করা জাযিয়	১৫৩
যদি কোন ব্যক্তি কোন লোককে কিছু প্রদানের জন্য ওয়াকীল নিয়োগ করে	১৫৫
মহিলা কর্তৃক বিয়ের ব্যাপারে ইমামকে ওয়াকীল নিয়োগ করা	১৫৬
যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে ওয়াকীল নিয়োগ করে, আর সে ওয়াকীল কোন কিছু ছেড়ে দেয়, মুয়াক্কিল (ওয়াকীল নিয়োগকারী) যদি তা অনুমোদন করে, তাহলে তা জাযিয়	১৫৭
যদি ওয়াকীল কোন দ্রব্য এভাবে বিক্রি করে যে, তা বিক্রি শরীআতের দৃষ্টিতে ফাসিদ, তবে তার বিক্রি গ্রহণযোগ্য নয়	১৫৯
ওয়াক্ফকৃত সম্পদে ওয়াকীল নিয়োগ ও তার ব্যয় ভার বহন এবং তার বন্ধু- বান্ধবকে খাওয়ানো; আর নিজেও শরীআত সম্মতভাবে খাওয়া	১৬০
(শরীআত নির্ধারিত) দণ্ড প্রয়োগের জন্য ওয়াকীল নিয়োগ	১৬০
কুরবানীর উট ও তার দেখাশোনার জন্য ওয়াকীল নিয়োগ	১৬১
যখন কোন লোক তার ওয়াকীলকে বলল, এ মাল আপনি যেখানে ভাল মনে করেন খরচ করুন এবং ওয়াকীল বলল, আপনি যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি	১৬১
কোষাগার ইত্যাদিতে বিশ্বস্ত ওয়াকীল নিয়োগ করা	১৬২

অধ্যায় ৪ : বর্গাচাষ

আহারের জন্য ফসল ফলানো এবং ফলবান বৃক্ষ রোপণের ফযীলত	১৬৫
কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে বাস্তু থাকার পরিণতি সম্পর্কে সতর্কীকরণ ও নির্দেশিত সীমা অতিক্রম করা প্রসঙ্গে	১৬৫
খেত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পোষা	১৬৬
হাল-চামের কাজে গরু ব্যবহার করা	১৬৭
যখন কোন ব্যক্তি বলে যে, তুমি খেজুর ইত্যাদির বাগানে কাজ কর, আর তুমি উৎপাদিত ফলে আমার অংশীদার হও	১৬৭
খেজুর গাছ ও অন্যান্য গাছ কেটে ফেলা	১৬৮
অর্ধেক বা এর কাছাকাছি পরিমাণ ফসলের শর্তে ভাগে চাষাবাদ করা	১৬৯
বর্গাচাষে যদি বছর নির্দিষ্ট না করে	১৭০

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইয়াহুদীদেরকে জমি বর্গা দেওয়া	১৭১
বর্গাচাষে যে সব শর্ত করা অপসন্দীয়	১৭১
যদি কেউ অন্যদের মাল দিয়ে তাদের অনুমতি ছাড়া কৃষি কাজ করে এবং তাতে তাদের কল্যাণ নিহিত থাকে	১৭২
নবী করীম (সা.) সাহাবীগণের ওয়াক্ফ ও খাজনার জমি এবং তাদের বর্গাচাষ ও চুক্তি ব্যবস্থা	১৭৪
অনবাদী জমি আবাদ করা	১৭৪
যদি জমির মালিক বলে যে, আমি তোমাকে তত দিন থাকতে দিব যতদিন আল্লাহ তোমাকে রাখেন এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করল না	১৭৬
নবী (সা.)-এর সাহাবীগণ (রা.) কৃষিকাজ ও ফল-ফসল উৎপাদনে একে অপরকে সহযোগিতা করতেন	১৭৭
সোনা-রূপার বিনিময়ে জমি ইজারা দেওয়া	১৭৯
বৃক্ষ রোপণ প্রসঙ্গে	১৮০

অধ্যায় ৪ পানি সিঞ্চন

পানি বন্টনের হুকুম । মহান আল্লাহর বাণীঃ আর আমি প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে, তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?	১৮৫
যিনি বলেন, পানির মালিক পানি ব্যবহারের বেশী হকদার, তার জমি পরিসিঞ্চিত না হওয়া পর্যন্ত	১৮৬
কেউ যদি নিজের জায়গায় কূপ খনন করে (এবং তাতে যদি কেউ পড়ে মারা যায়) তা হলে মালিক তার জন্য দায়ী নয়	১৮৭
কূপ নিয়ে বিবাদ এবং এ ব্যাপারে ফায়সালা	১৮৭
যে ব্যক্তি মুসাফিরকে পানি দিতে অস্বীকার করে, তার পাপ	১৮৮
নদী-নালায় বাঁধ দেওয়া	১৮৯
নীচু জমির আগে উঁচু জমিতে সিঞ্চন	১৯০
উঁচু জমির মালিক পায়ের টাখনু পর্যন্ত পানি ভরে নিবে	১৯০
পানি পান করানোর ফযীলত	১৯১
যাদের মতে হাউজ ও মশকের মালিক সে পানির অধিক হকদার	১৯২
সংরক্ষিত চারণভূমি রাখা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া আর কারো অধিকার নেই	১৯৪
নহর থেকে মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর পানি পান করা	১৯৫
কোনো লাকড়ী ও ঘাস বিক্রি করা	১৯৬
জায়গীর	১৯৮
জায়গীর লিখে দেওয়া	১৯৮
পানির কাছে উটের দুধ দোহন করা	১৯৮
খেজুরের বা অন্য কিছুর বাগানে কোন লোকের চন্দার পথ কিংবা পানির কূপ থাকা	১৯৯

অধ্যায় ৪ ঋণ গ্রহণ, ঋণ পরিশোধ, নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও দেউলিয়া ঘোষণা

যে ধারে খরিদ করে অথচ তার কাছে তার মূল্য নেই কিংবা তার সঙ্গে নেই	২০৩
---	-----

বিষয়	পৃষ্ঠা
যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ গ্রহণ করে পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে অথবা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ঋণ পরিশোধ করা	২০৪
উট ধার দেওয়া	২০৪
সুন্দরভাবে (প্রাপ্য) তাগাদা করা	২০৬
কম বয়সের উটের বদলে বেশী বয়সের উট দেওয়া যায় কি?	২০৬
উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করা	২০৭
ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি পাওনাদারের প্রাপ্য থেকে কম পরিশোধ করে অথবা পাওনাদার তার প্রাপ্য মাফ করে দেয় তবে তা বৈধ	২০৮
ঋণদাতার সংগে কথা বলা এবং ঋণ খেজুর অথবা অন্য কিছু বিনিম্নে অনুমান করে আদায় করা জায়য	২০৮
ঋণ থেকে পানাহ চাওয়া	২০৯
ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির উপর সালাতে জানাযা	২১০
ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ে) টালবাহানা করা যুলুম	২১১
হকদারের বলার অধিকার রয়েছে	২১১
ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ ও আমানত এর ব্যাপারে কেউ যদি তার মাল নিঃসম্বলের নিকট পায়, তবে সে-ই অধিক হকদার	২১২
যে ব্যক্তি পাওনাদারকে আগামীকাল বা দু'তিন দিনের সময় পিছিয়ে দেয় আর একে টালবাহানা মনে করে না	২১৩
গরীব বা অভাবী ব্যক্তির মাল বিক্রি করে তা পাওনাদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া অথবা তার নিজের খরচের জন্য দিয়ে দেওয়া	২১৩
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেওয়া কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সময় নির্ধারণ করা	২১৪
ঋণ থেকে কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ	২১৪
ধন সম্পত্তির বিনষ্ট করা নিষিদ্ধ	২১৫
গোলাম তার মালিকের সম্পদের রক্ষক। সে তার মালিকের অনুমতি ছাড়া তা ব্যয় করবে না	২১৬

অধ্যায় ৪ কলহ-বিবাদ

ঋণগ্রস্তকে স্থানান্তরিত করা এবং মুসলিম ও ইয়াহুদীর মধ্যে কলহ-বিবাদ	২২১
যিনি বোকা ও নির্বোধ ব্যক্তির লেন-দেন করা প্রত্যাখ্যান করেছেন	২২৪
বিবাদমানদের পরস্পরে কথাবার্তা	২২৪
গুনাহ ও বিবাদে লিপ্ত লোকদের অবস্থা জানার পর ঘর থেকে বের করে দেওয়া	২২৬
মৃত ব্যক্তির ওসী হওয়ার দাবী	২২৭
কারো দ্বারা অনিষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে তাকে বন্দী করা	২২৮
হারাম শরীফে (কাউকে) বেঁধে রাখা এবং বন্দী করা	২২৮
(ঋণদাতা ঋণী ব্যক্তির) পিছনে লেগে থাকা	২২৯
ঋণের তাগাদা করা	২২৯

বিষয়

পৃষ্ঠা

অধ্যায় : পড়েথাকা বস্তু উঠান

পড়েথাকা বস্তুর মালিক আলামতের বিবরণ দিলে মালিককে ফিরিয়ে দিবে	২৩৩
হারিয়ে যাওয়া উট	২৩৪
হারিয়ে যাওয়া বকরী	২৩৪
এক বছরের পরেও যদি পড়েথাকা বস্তুর মালিক পাওয়া না যায় তাহলে সেটা	
যে পেয়েছে তারই হবে	২৩৫
সমুদ্রে কাঠ বা চাবুক বা এ জাতীয় কোনকিছু পাওয়া গেলে	২৩৬
পথে খেজুর পাওয়া গেলে	২৩৬
মক্কাবাসীদের পড়েথাকা জিনিসের কিভাবে ঘোষণা দেওয়া হবে	২৩৭
অনুমতি ব্যতীত কারো পশু দোহন করা যাবে না	২৩৮
পড়েথাকা জিনিসের মালিক এক বছর পরে আসলে তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিবে	
কারণ সেটা তার কাছে আমনত স্বরূপ	২৩৯
পড়েথাকা বস্তু যাতে নষ্ট না হয় এবং কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তি যাতে তুলে না নেয় সে জন্য	
তা তুলে নিবে কি?	২৪০
যে ব্যক্তি পড়েথাকা জিনিসের ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু তা সরকারের কাছে জমা দেয়নি	২৪১

অধ্যায় : যুল্ম ও কিসাস

যুল্ম ও ছিনতাই	২৪৫
অপরাধের দণ্ড	২৪৬
আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ সাবধান! যালিমদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত	২৪৬
মুসলমান মুসলমানের প্রতি যুল্ম করবে না এবং তাকে অপমানিতও করবে না	২৪৭
তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে যালিম হোক বা মায়লুম	২৪৭
মায়লুমকে সাহায্য করা	২৪৮
যালিম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ	২৪৯
মায়লুমকে মাফ করে দেওয়া	২৪৯
যুল্ম কিয়ামতের দিন অনেক অঙ্গকারের রূপ ধারণ করবে	২৫০
মায়লুমের ফরিয়াদকে ভয় করা এবং তা থেকে বেঁচে থাকা	২৫০
মায়লুম যালিমকে মাফ করে দিল, এমতাবস্থায় সে যালিমের যুল্মের কথা	
প্রকাশ করতে পারবে কি?	২৫১
যদি কেউ কারো যুল্ম মাফ করে দেয় তবে সে যুল্মের জন্য পুনরায় তাকে দায়ী করা চলবে না	২৫১
যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে তাকে মাফ করে, কিন্তু	
কি পরিমাণ মাফ করল তা স্বাক্ষর করেনি	২৫২
যে ব্যক্তি কারো জমির কিছু অংশ যুল্ম করে নিয়ে নেয় তার ওলাহ্	২৫২
যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে তবে তা জাযিয়	২৫৩
মহান আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু অতি ঝগড়াটে	২৫৪
যে ব্যক্তি জেনে শুনে না হক বিষয়ে ঝগড়া করে, তার অপরাধ	২৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঝগড়া করার সময় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার	২৫৫
যালিমের মাল যদি মাযলুমের হস্তগত হয় তবে তা থেকে সে নিজের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে	২৫৬
ছায়া ছাউনী প্রসঙ্গে	২৫৭
কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি পুঁততে বাধা না দেয়	২৫৭
রাস্তায় মদ ঢেলে দেওয়া	২৫৮
ঘরের আঙ্গিনা ও তাতে বসা এবং রাস্তার উপর বসা	২৫৯
রাস্তায় কূপ খনন করা, যদি তাতে কারো কষ্ট না হয়	২৫৯
কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা	২৬০
ছাদ ইত্যাদির উপর উঁচু বা নীচু চিলেকোঠা বা কক্ষ নির্মাণ করা	২৬০
যে তার উট মসজিদের আঙ্গিনায় কিংবা মসজিদের দরজায় বেঁধে রাখে	২৬৬
লোকজনের ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থানে দাঁড়ানো ও পেশাব করা	২৬৬
যে ব্যক্তি ডালপালা এবং মানুষকে কষ্ট দেয় এমন বস্তু রাস্তা থেকে তুলে তা অন্যত্র ফেলে দেয়া	২৬৭
লোকজনের চলাচলের প্রশস্ত রাস্তায় মালিকরা কোন কিছু নির্মাণ করতে চাইলে এবং এতে মতানৈক্য করলে রাস্তার জন্য সাত হাত জায়গা ছেড়ে দিবে	২৬৭
মালিকের অনুমতি ছাড়া ছিনিয়ে নেওয়া	২৬৮
ফ্রুশ ভেঙ্গে ফেলা ও শূকর হত্যা করা	২৬৮
যে মটকায় মদ রয়েছে, তা কি ভেঙ্গে ফেলা হবে, অথবা মশকে ছিদ্র করা হবে কি?	
যদি কেউ নিজের লাঠি দিয়ে মূর্তি কিংবা ফ্রুশ বা তালুরা অথবা কোন অপ্রয়োজনীয় বস্তু ভেঙ্গে ফেলে	২৬৯
মাল রক্ষা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি নিহত হয়	২৭০
যদি কেউ অন্য কারুর পিয়লা বা কোন জিনিষ ভেঙ্গে ফেলে	২৭১
যদি কেউ (কারো) দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে তা হলে সে অনুরূপ দেয়াল তৈরী করে দিবে	২৭১

অধ্যায় ৪ অংশীদারিত্ব

আহার্য, পাথের এবং দ্রব্য সামগ্রীতে শরীক হওয়া	২৭৫
যেখানে দু'জন অংশীদার থাকে যাকাতের ক্ষেত্রে তারা উভয়ে তারা নিজ নিজ অংশ হিসাবে	
নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করে নিবে	২৭৮
বকরী বন্টন	২৭৮
এক সংগে খেতে বসলে সাথীদের অনুমতি ব্যতীত এক সঙ্গে দুটো খেজুর খাওয়া	২৭৯
কয়েক শরীকের ইজমালী বস্তুর ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ	২৮০
কুর'আর মাধ্যমে বন্টন ও অংশ নির্ধারণ করা যাবে কি?	২৮১
ইয়াতীম ও ওয়ারিসদের অংশীদারিত্ব	২৮১
জমি ইত্যাদিতে অংশীদারিত্ব	২৮৩
শরীকগণ বাড়ীঘর অন্যান্য সম্পত্তি বন্টন করে নেওয়ার পর তাদের তা প্রত্যাহারের বা কুর'আর	
অধিকার থাকে না	২৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
সোনা ও রূপা ও বিনিময়যোগ্য মুদ্রার অংশীদার হওয়া	২৮৪
কৃষিকাজে যিশী ও মুশরিকদের অংশীদার করা	২৮৪
ছাগল বন্টন করা ও তাতে ইনসাফ করা	২৮৫
খাদ্য-দ্রব্য ইত্যাদিতে অংশীদারিত্ব	২৮৫
গোলাম বাঁদীতে অংশীদারিত্ব	২৮৬
কুরবানীর পশু ও উটে শরীক হওয়া এবং হাদী রওয়ানা করার পর কেউ কাউকে শরীক করলে তার বিধান	২৮৭
যে ব্যক্তি বন্টনকালে দশটি বকরীকে একটা উটের সমান মনে করে	২৮৮

অধ্যায় ৪ বন্ধক

আবাসে থাকা অবস্থায় বন্ধক রাখা	২৯৩
নিজ বর্ম বন্ধক রাখা	২৯৩
অস্ত্র বন্ধক রাখা	২৯৪
বন্ধকী রাখা প্রাণীর উপর আরোহণ করা যায় এবং দুধ দোহন করা যায়	২৯৫
ইয়াহুদী ও অন্যান্য (অমুসলিমের) কাছে বন্ধক রাখা	২৯৫
বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতার মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে বা অনুরূপ বা কোন কিছু হলে বাদীর দায়িত্ব সাক্ষী পেশ করা আর বিবাদীর দায়িত্ব কসম করা	২৯৬

অধ্যায় ৫ গোলাম আযাদ করা

গোলাম আযাদ করা ও তার ফযীলত	৩০১
কোন ধরনের গোলাম আযাদ করা উত্তম ?	৩০১
সূর্যগ্রহণ ও (আল্লাহ কুদরতের) বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশকালে গোলাম আযাদ করা মুস্তাহাব	৩০২
দু' ব্যক্তির মালিকানাধীন গোলাম বা কয়েকজন অংশীদারের বাঁদী আযাদ করা	৩০৩
কেউ গোলামের নিজের অংশ আযাদ করে দিলে এবং তার প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকলে মুক্তিবদ্ধ গোলামের মত তাকে অতিরিক্ত কষ্ট না দিয়ে উপার্জন করতে বলা হবে	৩০৫
ভুলবশত কিংবা অনিচ্ছায় গোলাম আযাদ করা ও স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ইত্যাদি	৩০৬
আযাদ করার নিয়তে কোন ব্যক্তি নিজের গোলাম সম্পর্কে "সে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট বলা" এবং আযাদ করার ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা	৩০৬
উম্মু ওয়ালাদ প্রসংগ	৩০৮
মুদাব্বার বিক্রি করা	৩০৯
গোলামের অভিভাবকত্ব বিক্রি বা দান করা	৩০৯
কারো মুশরিক ভাই বা ছাচা বন্দী হলে কি তাদের পক্ষে থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে?	৩১০
মুশরিক কর্তৃক গোলাম আযাদ করা	৩১১
কোন ব্যক্তি আরবী গোলাম-বাঁদীর মালিক হয়ে তা দান করলে বা বিক্রি করলে বাঁদীর সাথে সহবাস করলে বা মুক্তিপণ হিসাবে দিলে এবং সন্তানদের বন্দী করলে (তার হুকুম কি হবে?)	৩১১
আপন বাঁদীকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিখানোর ফযীলত	৩১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
নবী (সা.)-এর ইরশাদ : তোমাদের গোলামেরা তোমাদেরই ভাই । কাজেই তোমরা যা খাবে তা থেকে তাদেরও খাওয়াবে	৩১৫
গোলাম যদি উত্তমরূপে তার প্রতিপালকের ইবাদত করে আর তার মালিকের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়	৩১৬
গোলামের উপর নির্যাতন করা এবং আমার গোলাম ও আমার বান্দী এরূপ বলা অপসন্দনীয়	৩১৭
খাদিম যখন খাবার পরিবেশন করে	৩১৯
গোলাম আপন মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী	৩২০
গোলামের মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না	৩২০

অধ্যায় : মুকাতাব

মুকাতাব ও দেয় অর্ধের কিস্তি প্রসঙ্গে । প্রতি বছরে এক কিস্তি করে আদায় করা	৩২৬
মুকাতাবের উপর যে সব শর্ত আরোপ করা জায়িয় এবং আল্লাহর কিতাবে নেই	
এমন শর্ত আরোপ করা	৩২৭
মানুষের কাছে মুকাতাবের সাহায্য চাওয়া ও যাচনা করা	৩২৮
মুকাতাবের সম্মতি সাপেক্ষে তাকে বিক্রি করা	৩২৯
মুকাতাব যদি (কাউকে) বলে আমাকে ক্রয় করে আযাদ করে দিন । আর সে যদি	
সে উদ্দেশ্যে তাকে ক্রয় করে	৩৩০

অধ্যায় : হিবা ও তার ফযীলত এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

সামান্য পরিমাণ হিবা করা	৩৩৬
কেউ যদি তার সাথীদের কাছে কোন কিছু চায়	৩৩৬
পানি চাওয়া	৩৩৮
শিকারের গোশত হাদিয়া স্বরূপ গ্রহণ করা	৩৩৮
হাদিয়া গ্রহণ করা	৩৩৯
সংগীকে হাদিয়া দিতে গিয়ে তার কোন স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করা	৩৪২
যে সব হাদিয়া ফিরিয়ে দিতে নেই	৩৪৪
যে বস্তু কাছে নেই তা হিবা করা যিনি জায়িয় মনে করেন	৩৪৫
হিবার প্রতিদান দেওয়া	৩৪৫
সন্তানকে কোন কিছু দান করা	৩৪৬
হিবার ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা	৩৪৭
স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে দান করা	৩৪৮
মহিলার জন্য স্বামী থাকার অবস্থায় স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে দান করা বা	
গোলাম আযাদ করা; যদি সে নির্বোধ না হয় তবে জায়িয়	৩৪৯
হাদিয়া দানের ক্ষেত্রে কাকে প্রথমে দিবে	৩৫১
কোন কারণে হাদিয়া গ্রহণ না করা	৩৫১
হাদিয়া পাঠিয়ে কিংবা পাঠানোর ওয়াদা করে তা পৌছানোর আগেই মারা গেলে	৩৫২
গোলাম বা অন্যান্য সামগ্রী কিভাবে অধিকারে আনা যায়	৩৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাদিয়া পাঠালে অপরজন গ্রহণ করলাম (একথা) না বলেই যদি তা নিজ অধিকারে নিয়ে নেয়	৩৫৪
এক ব্যক্তির কাছে প্রাপ্য ঋণ অন্যকে দান করে দেওয়া	৩৫৫
একজন কর্তৃক একদলকে দান করা	৩৫৬
দখলকৃত বা দখল করা হয়নি এবং বণ্টনকৃত বা বণ্টন করা হয়নি এমন সম্পদ দান করা	৩৫৭
একদল অপর দলকে অথবা এক ব্যক্তি একদলকে দান করলে তা জায়িয়	৩৫৮
সংগীদের মাঝে কাউকে হাদিয়া করা হলে সেই এর হকদার	৩৬০
উটের পিঠে আরোহী কোন ব্যক্তিকে সে উটটি দান করা জায়িয়	৩৬১
এমন কিছু হাদিয়া করা যা পরিধান করা অপসন্দনীয়	৩৬১
মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা	৩৬২
মুশরিকদেরকে হাদিয়া দেওয়া	৩৬৪
দান বা সাদকা করার পর তা ফিরিয়ে নেওয়া কারো জন্যই বৈধ নয়	৩৬৫
উমরা ও রুক্বা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে	৩৬৭
কারো কাছ থেকে ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু বা অন্য কোন কিছু ধার নেওয়া	৩৬৭
বাসর সজ্জার সময় নব দম্পতির জন্য কোন কিছু ধার করা	৩৬৮
মানীহা অর্থাৎ দুধ পানের জন্য উট বা বকরী দেওয়ার ফযীলত	৩৬৯
প্রচলিত অর্থে কেউ যদি কাউকে বলে এই বাঁদীটি তোমার সেবার জন্য	
দান করছি, তা হলে তা জায়িয়	৩৭২
কেউ কাউকে আরোহণের জন্য ঘোড়া দান করলে তা উমরা ও সাদকা বলেই গণ্য হবে	৩৭২

অধ্যায় ৪ শাহাদাত

বাঁদীকেই প্রমাণ পেশ করতে হবে	৩৭৫
কেউ যদি কারো সততা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বলে একে তো ভালো বলেই জানি অথবা	
বলে যে, এর সম্পর্কে তো ভালো ছাড়া কিছু জানি না	৩৭৫
অন্তরালে অবস্থানকারী ব্যক্তির সাক্ষ্যদান	৩৭৬
এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে আর অন্যরা বলে যে, আমরা এ	
বিষয়ে জানি না সেক্ষেত্রে সাক্ষ্যদাতার বক্তব্য মুতাবিক ফায়সালা করা হবে	৩৭৮
ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী প্রসংগে	৩৭৯
কারো সততা প্রমাণের ক্ষেত্রে ক'জনের সাক্ষ্য প্রয়োজন	৩৮০
বংশধারা, সর্ব অবহিত দুধপান ও পূর্বের মৃত্যু সম্পর্কে সাক্ষ্য দান	৩৮১
ব্যভিচারের অপবাদদাতা, চোর ও ব্যভিচারীর সাক্ষ্য	৩৮৩
অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী করা হলেও সাক্ষ্য দিবে না	৩৮৫
মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া প্রসংগে	৩৮৬
অন্ধের সাক্ষ্যদান, কোন বিষয়ে সিকান্দ দান, নিজে বিয়ে করা, কাউকে বিয়ে দেওয়া,	
ক্রয়-বিক্রয় করা, আযান দেওয়া ইত্যাদি	৩৮৮
মহিলাদের সাক্ষ্যদান	৩৯০
গোলাম ও বাঁদীর সাক্ষ্য	৩৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুগ্ধদায়িনীর সাক্ষ্য	৩৯১
এক মহিলা অপর মহিলার সততা সম্পর্কে সাক্ষ্যদান	৩৯১
কারো নির্দোষ প্রমাণের জন্য একজনের সাক্ষীই যথেষ্ট	৪০০
প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন অপসন্দনীয়। যা জানে সে যেন তাই বলে	৪০০
বাচ্চাদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া এবং তাদের সাক্ষ্যদান	৪০১
শপথ করানোর পূর্বে বিচারক কর্তৃক বাদীকে জিজ্ঞাসা করা যে, তোমার কি কোন প্রমাণ আছে?	৪০২
অর্থ-সম্পদ ও হদ্দ (শরীআত নির্ধারিত দণ্ডসমূহ)-এর বেলায় বিবাদীর কসম করা	৪০৩
কেউ কোন দাবী করলে কিংবা (কারো প্রতি) কোন মিথ্যা আরোপ করলে তাকেই	
প্রমাণ করতে হবে এবং প্রমাণ সন্ধানের জন্য বের হতে হবে	৪০৫
আসরের পর কসম করা	৪০৫
যে স্থানে বিবাদীর উপর হলফ ওয়াজিব হয়েছে, সেখানেই তাকে হলফ করানো হবে। একস্থান থেকে অন্যস্থানে নেওয়া হবে না।	৪০৬
কতিপয় লোকজন কে কার আগে হলফ করবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা করা	৪০৬
আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে	
বিক্রয় করে	৪০৭
কিভাবে হলফ নেওয়া হবে? মহান আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ তারপর তারা	
আপনার কাছে এসে আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে	৪০৮
(বিবাদী) হলফ করার পর বাদী সাক্ষী উপস্থিত করলে	৪১০
ওয়াদা পূর্ণ করার নির্দেশ দান	৪১০
সাক্ষী ইত্যাদির ক্ষেত্রে মুশরিকদের কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে না	৪১২
জটিল বিষয়ে কুর'আর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা	৪১৩